



## আহমদ শরীফ

গ্রন্থনা: সুনন্দা আজাদ, আজকের কাগজ

যে ক'জন মনস্বী বাঙালি এ.জাতির জন্যে তাদের চিন্তা ও কর্ম উপহার দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আহমদ শরীফ একটি বহুল আলোচিত নাম। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তার অবদান অবিস্মরণীয়। বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। তার বিচরণ প্রধানত প্রবন্ধসাহিত্যে।

আহমদ শরীফের জন্ম ১৯২১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি। জগন্নাথ চট্টগ্রামের পটিয়ায়, সুচন্দ্রদণ্ডী গ্রামে। তার বাবার নাম আব্দুল আজিজ।

তার মাধ্যমিক শিক্ষা পটিয়া হাইস্কুলে (১৯৩৮); উচ্চমাধ্যমিক চট্টগ্রাম কলেজে (১৯৪০)।

তিনি স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনা করেন চট্টগ্রাম কলেজে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন (১৯৬৭); অভিসন্দর্ভ ছিল 'সৈয়দ সুলতান: তাঁর গ্রন্থাবলী ও তাঁর যুগ'। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হিসেবে বাংলা বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৩ সালে।

আমাদের দেশের মৌলবাদের শেকড় উৎপাটনের এবং পশ্চিমে যাকে FREE THINKING বলে তাকে তিনি বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ ঐতিহাসিক পরিচয় ও বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগীয় অনুচিন্তার জটকে তিনি সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত করেন। তার গবেষণার ফসল বাংলা সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে আছে।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের পরিমাণও প্রচুর। প্রবন্ধ-গবেষণা 'বিচিত্র চিন্তা' (১৯৬৮), 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (১৯৬৯), 'সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা' (১৯৬৯)।

বাংলা সাহিত্যের অধ্যয়নে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত আলোচনা সমালোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং বাংলাদেশের বিবেক বলে গণ্য এই ব্যক্তি মানব কল্যাণের পক্ষে কাজ করে গেছেন। তিনি বাংলা একাডেমী পুরস্কার পান ১৯৬৮ সালে। তার অর্জিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য পুরস্কার হলো: দাউদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৯), বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক (১৯৮০), অলঙ্কৃত সাহিত্য পদক (১৯৮৪), মুক্তধারা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯১)।

The humanist and Ethical Association of Bangladesh-এর First National Humanist Award (১৯৯১) অর্জন করেন তিনি। এছাড়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯৩) ফেলো তাকে ফেলো হিসেবে সম্মানিত করে। তিনি দৈনিক আজকের কাগজ ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজের নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর আগে তার কঙ্কাল ও চোখ মেডিক্যালের দান করে গেছেন।